দৈনিক সংবাদ

113

তারিখ 20 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

সমস্যাচিত্র ঃ ফেনী

প্রতিবছর ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে

বিধান মজুমদার সুমন ।। ফেনী ঃ শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীর্ণদশা ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালুর পরও প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের 'ড্রপ-আউট' রোধ করা যায়নি।প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত গড়ে প্রতিবছর ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে যায়। সরকারি পরিসংখ্যান থেকেই এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ফেনী জেলায় ৪০৮টি সরকারি, ৭২টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও ৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ফেনী সদর থানার ১০৭টি সরকারি ও ২৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ৬৪ হাজার ৯১ জন, সোনাগাজী থানায় ৭৬টি সরকারি ও ১৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০ হাজার ৫৭৩ জন, দাগনভূঁইয়া থানার ৮১টি সরকারি ও ১৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার ২৮৬ জন, পরশুরাম থানার ৮৩টি সরকারি ও ১৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৩ হাজার ৯৯৪ জন এবং ছাগলনাইয়া থানার ৬১টি সরকারি ও ১০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ হাজার ১৩৮ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। এ হিসেবে গড়ে প্রতিবছর প্রথম শ্রেণীতে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় এবং ৫ম শ্রেণীতে এসে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮ হাজারে। যেমন এ বছর ('৯৭ সালে) জেলার ৫টি থানার ৪৮৮টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল ৫০ হাজার ৮২৫ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী সংখ্যা ২৩ হাজার ২৪৩)। একই সময় ৫ম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ৩৮ হাজার ৮২৪ জন (ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ১৮ হাজার ৬৫৬)। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে আসতে ঝরে পড়েছে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী। সরকারি হিসেবেই ২২৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতে ঝরে পড়ে।

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, অভিভাবকের অজ্ঞতা, দূরদর্শিতার অভাব, প্রতিকূল পরিবেশসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক পর্যায়েই 'শিক্ষা' থেকে ঝরে যায়। জেলার অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা জীর্ণ। আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, অভাব প্রয়োজনীয় শিক্ষকের। জেলার ৫টি থানায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ২০টি প্রধান শিক্ষকের পদসহ ১০০টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে।এতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া হচ্ছে বিঘ্নিত।

সরকার শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য এবং ড্রপ-আউট রোধে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি চালু করলেও এখানে তেমন একটা সুফল মেলেনি। ছাত্র সংখ্যা 'সময় সময়' কিছু বাড়লেও 'ড্রপ-আউট' রয়ে গেছে আগের মতোই। ফেনীর প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফেনী সরকারি কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। এখানে ৬টি সহযোগী অধ্যাপক পদসহ ১৪টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। ইংরেজি বিভাগে ৪টি পদের মধ্যে দু'টি প্রভাষক পদই শূন্য। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে প্রায়ই ক্লাস বিঘ্নিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন বন্ধ ছাড়াও এস এস সি, এইচ এস সি ও স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষা চলাকালে তিন দফায় তিন মাস কলেজ বন্ধ থাকে। এতেও ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ করা হলে এ সমস্যা থেকে ছাত্রছাত্রীরা মুক্তি পেতে পারে।

১৯২২ সালে স্থাপিত ফেনী কলেজের মূল ভবনটি ৭ বছর পূর্বে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ 'ব্যবহার অনুপযোগী' ঘোষণা করেছে। ভবনের প্রায় অংশে বর্ষাকালে পানি চুয়ায়। যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়ার আশংকা থাকা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে এ ভবনে প্রশাসনিক কাজ ও ক্লাস চালানো হচ্ছে এখনো।

ফেনী কলেজে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাবে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের পিছনে বা পাশে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। ফেনী কলেজের বাউন্ডারি দেয়াল না থাকায় বিভিন্ন পরীক্ষার সময় ও অনুষ্ঠানের সময় সমস্যা দেখা দেয়। তাই এখানে বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে।